মেহেরপুরে পুলিশের অভিযানে গ্রেফতার-৪

মেহেরপুর পুলিশের ২৪ ঘন্টার নিয়মিত অভিযানে মারামারি মামলা ও আদালতের পরোয়ানাভূক্ত ৪ আসামি গ্রেফতার হয়েছেন।

এদের মধ্যে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ২ জন, গাংনী থানা পুলিশের অভিযানে মারামারি মামলায় ১ ও মুজিবনগর থানা পুলিশের অভিযানে আদালতের পরোয়ানাভূক্ত জিআর মামলার ১ আসামি রয়েছে।

বুধবার দিবাগত রাতভর থেকে আজ বৃহস্পতিবার ভোররাত পর্যন্ত জেলার বিভিন্ন স্থানে পুলিশের পৃথক অভিযানে এসব আসামি গ্রেফতার করেন।

সদর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম, গাংনী থানার ওসি আব্দুর রাজ্জাক ও মুজিবগর থানার ওসি মেহেদী রাসেলের নেতৃত্বে পুলিশের পৃথক টিম এই অভিযানে অংশ নেন। সংশ্লিষ্ট থানাগুলো এই তথ্য নিশ্চিত করেন।

আজ বৃহস্পতিবার সকালের দিকে গ্রেফতারকৃতদের আদালতের মাধ্যমে মেহেরপুর জেল হাজতে প্রেরণ করেছেন।

২৪ লাখ টাকার বায়োমেট্রিক মেশিনের প্রায় সবই বিকল

গাংনী উপজেলার বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্থাপন করা ডিজিটাল হাজিরা ডিভাইসগুলো বেশিরভাগই এখন বিকল হয়ে আছে। কিছু মেশিন সচল থাকলেও হচ্ছে না এর সঠিক ব্যবহার। প্রায় সাড়ে ২৪ লাখ টাকা ব্যয়ে কেনা ডিভাইসগুলো এখন পড়ে আছে অযত্ন আর অবহেলায়।

ডিজিটাল বায়োমেট্রিক শিক্ষক হাজিরা ডিভাইস ক্রয়ে ব্যাপক অনিয়ম, দুর্নীতি ও মোটা অংকের অর্থ কেলেঙ্কারীর কারনে অল্পদিনেই এগুলো অকেজো হয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ। এই অকেজো ডিভাইসগুলো এখন

হচ্ছে।

গাংনী মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক পারভেজ সাজ্জাদ রাজা বলেন, ‘যাচাই-বাছাই করেই বায়োমেট্রিক হাজিরা যন্ত্রগুলো কেনা হয়েছে। করোনার কারণে মেশিন চালু করা সম্ভব হয়নি। এরইমধ্যে সামনের ডিসেম্বর মাসে সার্ভিসের মেয়াদও শেষ হবে। তিনি বলেন, এখনো অনেক বিদ্যালয়ে এটি চালু রয়েছে। আমার বিদ্যালয়েও ডিজিটাল ডিভাইস চালু রয়েছে।

এ বিষয়ে গাংনী উপজেলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির একাংশের সভাপতি মহাম্মদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিক হাফিজুর রহমান বকুল বলেন, ‘শিক্ষার মানোন্নয়নে সরকারের এটি একটি ভালো উদ্যোগ ছিল। এই উদ্যোগের ফলে সঠিক সময়ে শিক্ষকরা হাজির হবেন। এতে লেখা পড়ার মানোন্নয়নও হতো।

সাবেক শিক্ষক সিরাজুল ইসলাম বলেন, ‘প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বায়োমেট্রিক হাজিরা চালু সরকারের প্রশংসনীয় উদ্যোগ। এতে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন ও শিক্ষার মানোন্নয়নে ভূমিকা পালন করবে।’ এ শিক্ষকের মতে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যে বায়োমেট্রিক হাজিরা চালু করা হয়েছে এটি যেন লোকদেখানো না হয়ে বাস্তব্যে রূপ দেওয়া হয়। এতে শুধু শিক্ষক হাজিরা নয় বাড়বে শিক্ষার মান। একই সঙ্গে কমবে শিক্ষক অনুপস্থিতির মানসিকতা।’

গাংনী উপজেলা সরকারি প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার নাসির উদ্দীন বলেন, ডিজিটাল ডিভাইসগুলো অধিকাংশই বিকল হয়ে রয়েছে। আমি শিক্ষকদের ডেকে বলেছি তারা যাদের মাধ্যমে এগুলো লাগিয়েছে তাদের ডেকে ঠিক ঠাক করে দিতে। কিন্তু আজও সেটি হয়নি। তিনি আরও বলেন, আমি কোম্পানীর লোককেও ডেকেছিলাম। তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল ঠিক করে দেওয়ার কিন্তু ঠিক করে দেইনি।

ডিজিটাল এ যন্ত্রটির সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন ও শিক্ষার মান উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে বলে মন্তব্য করেছেন বিশিষ্টজনরা। তবে নিম্নমানের যন্ত্র ও সঠিক তদারকির অভাবে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এ উদ্যোগ মুখ থুবড়ে পড়েছে। তাই মেশিনগুলো ঠিক করে পুনরায় চালুর দাবি তাদের।

মোনাখালী ফুটবল টুর্নামেন্টে প্রথম সেমিফাইনাল পরিত্যক্ত ঘোষণার দাবী

মোনাখালি ফুটবল টুর্নামেন্টে রেফারি, লাইন্সম্যান ও কমিটির পক্ষপাতিত্বের অভিযোগে এবং পুনরায় প্রথম সেমিফাইনাল ম্যাচ খেলানোর দাবীতে ‘শালিকা প্রবাসী ফুটবল একাডেমি’র সংবাদ সম্মেলন।

গতকাল বুধবার ২৩ আগষ্ট রাত সাড়ে দশটায় মেহেরপুর জেলা পরিষদের মূল ফটকের সামনে শালিকা প্রবাসী ফুটবল একাডেমির পক্ষ থেকে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে বক্তারা অভিযোগ করেন ম্যাচের একমাত্র গোলটি হয়েছে অফসাইড থেকে, এ নিয়ে ফুটবল টুর্নামেন্ট কমিটি রিভিউ দেখে ম্যাচের সমন্বয় করার প্রতিশ্রুতি দিলেও পরবর্তীতে তা অস্বীকার করে। সংবাদ সম্মেলনে শালিকা প্রবাসী ফুটবল একাডেমীর সদস্যরা ভিডিওতে অফসাইডের গোলটি প্রদর্শন করে দাবি করে টুর্নামেন্ট কমিটি ভিডিওটি দেখে যদি বৈধ গোল বলে ঘোষনা দেয় তবে তারা সেটা মেনে নেবে। কিন্তু যদি অফসাইড প্রমাণিত হয় তাহলে তাদের দাবি ম্যাচটা পুনরায় আয়োজন করার। এ নিয়ে বৃহস্পতিবার তারা জেলা প্রশাসক মেহেরপুর এবং জেলা ফুটবল এসোসিয়েশনে স্মারকলিপি জমা দেবে বলে তারা জানায়।

মেহেরপুর জেলা ইয়ং বাংলা

ফিউচার লিডার্সের উদ্যোগে

পবিত্র কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিল

মেহেরপুর জেলা ইয়ং বাংলা ফিউচার লিডার্সের উদ্যোগে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সহ ১৫ আগস্ট সকল শহীদদের স্মরণে পবিত্র কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

বুধবার বিকেলে জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন এমপির নিজ বাসভবনে পবিত্র কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়।

পবিত্র কোরআন খতম ও দোয়া মাহফিলে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা ইয়াং বাংলা ফিউচার লিডার্সের সহ-সভাপতি ও মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক কুতুব উদ্দিন আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক ইব্রাহিম আলী, মেহেরপুর সদর উপজেলা ইয়ং বাংলা ফিউচার লিডার্সের সভাপতি সানোয়ার হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক রফিকুল ইসলাম, পৌর শাখার সভাপতি রুবেল সাধারণ সম্পাদক রাতুল, সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক ইমরান মোহাম্মদ অনিক, কুতুবপুর ইউনিয়ন সাধারণ সম্পাদিকা সুমাইয়া আক্তার রিয়া, বুড়িপোতা ইয়ং বাংলার সাধারণ সম্পাদিকা নাহিদা আক্তার সাথী, মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদিকা অমী পারভীন সহ মেহেরপুর জেলা ইয়ং বাংলা ফিউচার লিডার্সের বিভিন্ন নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মোনাখালী ফুটবল টুর্নামেন্টে বিশ্বনাথপুর একাদশ ফাইনালে

মুজিবনগরের মোনাখালী ইউনিয়নে শহীদ ওলিউল বারী আনসার ক্লাব ও মোনাখালী গ্রামবাসির আয়োজনে ফুটবল টুর্নামেন্টে প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হয় বিশ্বনাথপুর যুব ক্লাব একাদশ এবং

শালিকা প্রবাসী একাদশ দেশী বিদেশী খেলোয়াড়দের সমন্বয়ে গঠিত দুটি দল চমকপ্রদ খেলা উপহার দেয় দর্শকদের।

উত্তেজনাপূর্ণ খেলায় বিশ্বনাথপুর যুব ক্লাব একাদশ ১-০ গোলে জয় লাভ করেন।

খেলার প্রথমার্ধ গোলশূন্য ড্র করে বিরতিতে যাই দুই দল দ্বিতীয় অর্ধের শুরুতেই গোল করে এগিয়ে যায় বিশ্বনাথপুর একাদশ। মুহু মুহু আক্রমণ চালিয়ে গোল শোধ করতে ব্যর্থ হয় শালিকা প্রবাসী ফুটবল একাদশ। ১ গোলের জয় নিয়ে ফাইনালে উত্তীর্ণ হয় বিশ্বনাথপুর যুব ক্লাব একাদশ।

খেলা শুরুতেই জাতীয় সংগীত বাজানো হয় এ সময় খেলোয়ারদের সাথে পরিচিত হন মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও আয়োজক কমিটির সভাপতি মফিজুর রহমান, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা সেলিম রেজা, উপজেলা কৃষক লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহিনুর রহমান মানিক, মোনাখালী ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য হাবিবুর রহমানসহ কমিটির সদস্যবৃন্দ।

খেলাটি পরিচালনা করেন খেলা পরিচালনায়: ম্যাচ রেফারি ছিলেন এম. এস রিয়ান চুয়াডাঙ্গা, সহকারী রেফারি ফারাহ হোসেন লিটন আমঝুপি,সহকারী রেফারি আব্বাস আলী গাংনী, ৪র্থ রেফারি সোহেল রানা মুজিবনগর।

খেলায় ম্যান অব দ্যা ম্যাচ নির্বাচিত হয়েছেন বিশ্বনাথপুর একাদশের তাইবুর।

মেহেরপুরের আমঝুপিতে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর সদর উপজেলা আমঝুপিতে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয় বিকাল ৪ টায় অনুষ্ঠানের নজরুল ইসলামের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে ছিলেন উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলার কৃষি অফিসার আলমগীর হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কৃষি সম্প্রসারন অফিসার জাহিদ হাসান , অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন উপ সহকারি কর্মকর্তা আশরাফুল আলম।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যই বলেন নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করতে কৃটনাশক ঔষধ ব্যবহার থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেন তার বিকল্প পথ হল ফেরোমন ফাঁদ তৈরি করে সবজি খেতে টাঙ্গানোর জন্য বলেন।

বিশেষ অতিথি বলেন রাসায়নিক সার অল্প ব্যবহার করেন এবং জৈব সার ব্যবহারে অধিক গুরুত্ব দেন এবং কৃষকভাইয়েরা অধিক ফলন পাবেন কৃষক প্রতিনিধি হিসেবে বক্তব্য রাখেন শহিদুল ইসলাম তার বক্তব্যে তিনি বলেন বর্তমানে লাউ চাষ করে সফলতা পেয়েছি এবং জৈব সার ব্যবহার করে অধিক ফলন পেয়েছি কৃষি কর্মকর্তাদের সহযোগিতা নিয়ে ফেরোমনফাঁদ তৈরি করে কৃটনাশক সবজি বাজারে রপ্তানি করেছি।বর্তমানে শহিদুল ইসলামের ৫ একর লাউ ক্ষেত আছে এবং সে ১৫ লক্ষ টাকার আশাবাদি।

ডেঙ্গুতে মৃত্যু ৫০০ ছাড়াল

দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে আরও ১৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল ৫০৬ জনে।

এই সময়ে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে নতুন করে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন ২ হাজার ৭০ জন। এ নিয়ে চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়েছেন মোট ১ লাখ ৬ হাজার ৪২৯জন।

বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুমের ডেঙ্গুবিষয়ক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, বর্তমানে দেশের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে মোট ৭ হাজার ৮২৫ জন ডেঙ্গু রোগী চিকিৎসাধীন আছেন। ঢাকার সরকারি ও বেসরকারি হাসপাতালে বর্তমানে ৩ হাজার ৫৮০ জন এবং অন্যান্য বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতালে ৪ হাজার ২৪৫ জন ডেঙ্গু রোগী ভর্তি রয়েছেন।

চলতি বছর ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে সারা দেশে এখন পর্যন্ত ১ লাখ ৬

হাজার ৪২৯ জন রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন। এর মধ্যে ঢাকায় ৫১ হাজার ২৭ জন এবং ঢাকার বাইরে চিকিৎসা নিয়েছেন ৫৫ হাজার ৪০২ জন।

সূত্র: যুগান্তর

মেহেরপুরের আমঝুপিতে “ওয়াচ গ্রুপের ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত”

‘ ‘সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা, ও শিক্ষায় বৈষম্য দূর করতে সামাজিক প্লাটফরম কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বুধবার (২৩ আগস্ট) সকাল ১০ টার দিকে মউক এর হলরুমে গনসাক্ষরতা অভিযান এর সহায়তায় মানক উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) আয়োজিত কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের এই ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সাধারন সম্পাদক অধ্যাপক সাইদুর রহমান এর সভাপতিত্বে ওয়াচ গ্রুপের বর্তমান ও আগামী পরিকল্পনা নিয়ে স্বাগত বক্তব্য দেন মউকের নির্বাহী প্রধান আশাদুজ্জামান সেলিম।

অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন আমদহ ইউনিয়নের ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা গোলাম কিবরিয়া, মেহেরপুর পৌর কাউন্সিলর আব্দুর রহিম, ওয়াচ সদস্য রেশমা খাতুন, সমাজসেবক আব্দুর রকিব ও মীর ফারুক হোসেন।

সভায় সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি, শিক্ষায় বৈষম্য দূর সহ প্রান্তিক জনগোষ্ঠির শিশুদের বিষয়ে জোর দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন প্রোগ্রাম ম্যানেজার কাজল রেখা।

সমস্যায় জর্জরিত গাংনী উপজেলা পাবলিক লাইব্রেরী

নানা সমস্যায় জর্জরিত মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা পাবলিক লাইব্রেরী। লাইব্রেরীয়ানের ১৫ বছর বেতন বকেয়া, অবকাঠামো সংস্কার, আসবাবপত্র ও বই সংকটের কারণে ঝিমিয়ে পড়েছে লাইব্রেরীটির কার্যক্রম। অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় এর কোন অভিভাবক নেই। তবে, উপজেলা চেয়ারম্যান বলছেন লাইব্রেরী চালুর উদ্যোগ নেয়া হবে।

১৯৮৪ সালে গাংনী উপজেলা পরিষদ চত্ত¦রের একটি কক্ষে গাংনী উপজেলা পাবলিক লাইব্রেরীটি প্রতিষ্ঠা করা হয়। লাইব্রেরীটি পরিচালনার জন্য ১৯৮৭ সালে গোলাম রহমান নামের একজন চুক্তিভিত্তিক লাইব্রেরীয়ান নিয়োগ দেয়া হয়। প্রতিষ্ঠার সময়ে পাঠকদের পদভারে মুখর থাকলেও বই সংকট সহ নানা সমস্যায় দিনদিন পাঠক সংখ্যা কমতে থাকে।

এদিকে গত ১৪ বছর বেতন ভাতা না পেয়ে পরিবার পরিজন নিয়ে মানবেতর জীবন যাপন করছেন লাইব্রেরীয়ান গোলাম রহমান।

লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত পরিমাণ নতুন বই সংযোজন করা হয় না। রয়েছে চেয়ার, টেবিল ও আলমারীর সংকট। গত কয়েক বছর লাইব্রেরী বন্ধ থাকায় মূল্যেবান বই সহ আসবাবপত্র এখন অনেকটাই নষ্ট হয়ে পড়েছে।

স্কুল কলেজের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি বড়রাও অবসর সময়ে বই ও পত্রিকা পড়ার জন্য লাইব্রেরীতে আসলেও বছরের পর বছর বন্ধ থাকে একারনে জ্ঞান চার্চা থেকে পিছিয়ে পড়ছেন তারা। অবকাঠামো সংস্কার ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছে এলাকাবাসী।

সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের নবম শ্রেনীর ছাত্র সজল আহমেদ বলেন লাইব্রেরীটি সব সময় তালাবদ্ধ থাকে। যে কারনে বই পুস্তক নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এখানে অনেক শিক্ষার্থীরা বই পড়তে এসে ফিরে যায়।

পাঠক আলাউদ্দীন আহম্মেদ, রজব আলী বলেন, যখনই লাইব্রেরীতে আসি

তখনই বন্ধ পাওয়া যায়। লাইব্রেরীটা খোলা হলে বই পড়ে জ্ঞান অর্জন করতে পারতাম। লাইব্রেরীর অবস্থা দেখে মনে হয় জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক আব্দুর রকিব বলেন, পাবলিক লাইব্রেরী মানুষের জ্ঞানার্জনের জন্য একটি উৎকৃষ্ট যায়গা। এখানে তরুন বয়সে বই, পত্রিকা পড়তে আসবে। তবেই তো আমাদের ছেলে মেয়েরা মেধাবী হয়ে গড়ে উঠবে। উপজেলার মত একটা যায়গায় লাইব্রেরী রয়েছে। অথচ, দীর্ঘদিন যাবৎ এটি বন্ধ থাকে। আমাদের ছেলে মেয়েরা জ্ঞানার্জনের জন্য যাবে কোথায়। এজন্য আমরা আমাদের মেধাবী ছেলে মেয়েদের হারাচ্ছি। বই পড়ার সুযোগ না পেয়ে তারা মাদকে ঝুঁকছে। আমি নিজেও বই পত্রিকা পড়ার জন্য আসতাম। কিন্তু বছরের পর বছর লাইব্রেরীটা বন্ধ থাকায় সেই সুযোগ থেকে বঞ্জিত হচ্ছি। লাইব্রেরীটা দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধ রয়েছে। অবসর সময়ে বই পড়তাম। বন্ধ থাকায় বিপাকে পড়েছেন তারা

গাংনী উপজেলা নুরুল ইসলাম রিন্টু বলেন, আমি এক সময় গাংনী উপজেলা পরিষদের এই লাইব্রেরীর নিয়মিত পাঠক ছিলাম। লাইব্রেরীটি দীর্ঘদিন বন্ধ রয়েছে। লাইব্রেরীটি চালু হওয়া উচিৎ।

লাইব্রেরীয়ান গোলাম রহমান বলেন, ১৪ বছর বিনা বেতন দায়ীত্ব পালন করেছি। এখানে দায়ীত্ব পালন করতে গিয়ে সংসার পরিজন নিয়ে অনেক দেনায় পড়ে রয়েছি। লাইব্রেরীতে এক সময় জাতীয় ও স্থানীয় পত্রিকা দিয়ে ৪/৫ টি পত্রিকা আসতো। পর্যাপ্ত পরিমান বই রয়েছে। প্রতিদিন প্রচুর পরিমান পাঠক আসতো এখানে। অথচ, সেই জমজমাট লাইব্রেরীটি বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছি। আমার ও লাইব্রেরীর খোঁজ খবর রাখার মত কেউ নেই।

গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক বলেন, করোনার কারনে প্রায় তিন বছর বন্ধ ছিলো। নতুন উদ্যোমে লাইব্রেরীটি চালু করার জন্য উদ্যোগ নেয়া হবে। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সাথে বসে সব ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

[redacted]

[redacted]